



পূর্ব ও পশ্চিম
পাকিস্তানের
মধ্যে বৈষম্য

সৈয়দ নাঈমুর রহমান সোহেল
প্রভাষক
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রশ্ন: পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক
কেমন ছিল?

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল শোষণ ও শোষিতের। জেঁক যেমন মানবদেহ থেকে জোরপূর্বক রক্ত শোষণ করে ঠিক একই ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের উপর শোষণ, অন্যায়, অবিচার চালাতে থাকে। ব্যাপক বৈষম্য বাঙালিদেরকে প্রতিবাদি করে তোলে। সবশেষে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালিরা নতুন রাষ্ট্র পায়।

প্রশ্ন: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের
মধ্যকার রাজনৈতিক বৈষম্য
আলোচনা কর।

রাজধানী

শুরুতেই বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশিরভাগ বাঙালি হলেও নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঢাকার পরিবর্তে করাচিতে স্থাপিত হয়। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকে।

রাষ্ট্রের বড় বড় পদে নিয়োগ

রাষ্ট্রের বড় পদ গভর্নর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হতো। বাঙালিদের কে বড় পদে নিয়োগে বৈষম্য ছিল বড় ধরনের একটি রাজনৈতিক বৈষম্য।

১৯৪৭-১৯৭১ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ

মোট মন্ত্রী

২২১

পূর্ব-পাকিস্তান (বাঙালী)

৯৫

পশ্চিম-পাকিস্তান

১২৬

আইয়ুবখানের আমল

মোট ৬২

পূর্ব-পাকিস্তান (বাঙালী)

২২

ম
ন্ত্রী
প
রি
ষ
দ
১
৯
৪
৭-
৭
১

সামরিক শাসন জারি

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করে সবধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংসদ কার্যক্রম ও সব ধরনের মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। আইয়ুব খানের আমলে রাজনীতিবিদদের দমন, জেল জরিমানা, বাঙালিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা ও আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করা সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের
মধ্যকার প্রশাসনিক বৈষম্য
আলোচনা কর।

প্রশাসনিক বৈষম্য চিত্র

ক্ষেত্রসমূহ

পূর্ব -পাকিস্তান

পশ্চিম- পাকিস্তান

মন্ত্রণালয়

০০

১০০

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২৩

৭৭

রেলওয়ে

২৩

৭৭

কর্পোরেশন

২৩

৭৭

সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয় যা মৌলিক ও মানবাধিকার
লঙ্ঘন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই বৈষম্য করেছিল।



প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নায্য পদ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। যেন তারা পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।



পাকিস্তানের একজন বিচারপতি

এই কারণে সরকারি পদে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যায় ছিল বেশি।

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে যেমন-প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাঙালিদের বড় পদে নেওয়া হতো না। প্রথম শ্রেণির পদে মাত্র ২৩ ভাগ বাঙালিকে নেওয়া হতো।



Ministry of Foreign Affairs



কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেলওয়ে, কর্পোরেশন সহ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কার্যালয়ে
বাঙালিদের নিয়োগে একই রকম বৈষম্য ছিল।



প্রশ্ন: সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও
পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কি
কি বৈষম্য ছিল?

সামরিক বৈষম্য

- পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩ টি সদর দপ্তর ও সমরাস্ত্র কারখানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।
- সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ ছিলেন বাঙালি। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের ৬০ ভাগের মধ্যে বেশির ভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে।
- পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হত। নৌ ও বিমান বাহিনীতে ছিল প্রচন্ড বৈষম্য।
- এই সমস্ত বৈষম্যের কারণেই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তান অনেকটা নিরব ভূমিকা পালন করে যা ছিল আমাদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত হুমকীস্বরূপ।

প্রশ্ন: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের
মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য
আলোচনা কর।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

- পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক সবচেয়ে বেশি **বৈষম্যের শিকার** হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। পূর্ব পাকিস্তান কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। কেন্দ্রের **সরাসরি নিয়ন্ত্রণে** পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে **পাচার** হয়ে যেত।



অর্থনৈতিক বৈষম্য

- ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বেড়ে ৫৩৩ টাকা হয় অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৩২১ টাকা। অর্থাৎ এখানে মাথা পিছু আয়ের ব্যবধান ছিলো ২১২ টাকা এবং বৈষম্যের অনুপাত দাঁড়ায় ৬১%।
- এছাড়া জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন, উন্নয়ন ব্যয়, আমদানি খাত, রাজস্ব ইত্যাদি আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের শিকার হয়।



প্রশ্ন: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের
মধ্যকার সাংস্কৃতিক বৈষম্য
আলোচনা কর।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

- পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি শাসকরা তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৪৮ সালে জোরপূর্বক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।
- ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে জীবন দিতে হয়। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হলেও বাংলা ভাষা বিরোধী চক্রান্ত থেমে থাকে নি। এ সময় পূর্ব-বাংলার নাম পূর্ব-পাকিস্তান করা হয়।
- উর্দু হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। চলচ্চিত্র, নাটক, পত্রিকা, বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার বন্ধ এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে আঘাত হানা হয়।